বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়
বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী

মুখবন্ধ

উপজেলা সমবায় কার্যালয়,বেগমগঞ্জ,নোয়াখালীর আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আর্থ - সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাসে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও সমবায় সমিতিসমূহ উপজেলা তথা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর উপজেলা সমবায় কার্যালয় বেগমগঞ্জ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো ।

প্রতিবেদনটিতে উপজেলা ব্যাপী সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্য মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতিসমূহ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে চূড়ান্তভাবে সংকলন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থীসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্মৃতি প্রভা নন্দী
উপেজেলা সমবায় অফিসার
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

উপদেষ্টা

স্মৃতি প্রভা নন্দী

উপজেলা সমবায় অফিসার

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

সম্পাদনা পরিষদ

সুদেব কুমার রায়

সহকারী পরিদর্শক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

সুজন চন্দ্র মজুমদার

সহকারী পরিদর্শক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

সংকলনে

সুদেব কুমার রায়

সহকারী পরিদর্শক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

প্রকাশকাল

১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

প্রকাশনায়

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

www.coop.begumgonj.gov.bd

ucobegumgonj@yahoo.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
এক নজরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিবরণী	৫-৬
ভূমিকা	৭
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission),	৮
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৮
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব	৮
এক নজরে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রমসমূহ	৯
সমবায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১০
একনজরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের প্রাথমিক কার্যকর ও অকার্যকর সমিতির তালিকা	১১
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জনবল কাঠামো	১১
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র	১২-১৪
সমবায় সংগীত	১৫

এক নজরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়,বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী এর উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিবরণী

ক্র. নং	কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
১	সমবায় সমিতির সংখ্যা	সমবায় বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	মোট
	কেন্দ্রীয়	০২ টি	০১ টি	০৩ টি
	প্রাথমিক	১৮২ টি	১০৫ টি	২৮৭ টি
	মোট	১৮৪ টি	১০৬ টি	২৯০ টি
২	আলোচ্য ২০২৩-২০২৪ খ্রি. অর্থ বছরে সমিতি নিবন্ধন প্রদান	১০টি		
৩	আলোচ্য ২০২৩-২০২৪ খ্রি. অর্থ বছরে সমিতি নিবন্ধন বাতিল	২৭টি		
৪	সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা	পুরুষঃ ১৪,৪৯৯ জন, মহিলাঃ ৫,২৮৬ জন, মোট ঃ ১৯,৭৮৫ জন		
৫	সমবায় সমিতির অদায়কৃত শেয়ার মূলধন	৬৯,৪৩,০০০ টাকা		
৬	সমবায় সমিতির আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত	৩৮,৩২,৭০,০০০ টাকা		
৭	সমবায় সমিতির সংরক্ষিত তহবিল ও নীট লাভ থেকে সৃষ্ট তহবিল	৬৪,৭৯,০০০ টাকা		
৮	সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন	৮৫,৯৩,১০,০০০ টাকা		
৯	সমবায় সমিতির (নিজস্ব তহবিল) হতে ঋণ প্রদান ও আদায়	ঋণ প্রদান ঃ ৩২,৯২,৮০,০০০ টাকা ঋণ আদায় ঃ ২৩,৬১,৬৬,০০০ টাকা		
১০	ঋণ গ্রহণের ফলে উপকার ভোগীর সাবলম্বীর সংখ্যা	১৬৯৭ জন		
১১	সমবায় সমিতির নিজস্ব সম্পদের পরিমান (জমি, মার্কেট ও ব্যাংক ব্যালেন্স)	১০,৪৭,৯২,০০০ টাকা		
১২	মাননীয় প্রাধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প ভূমিহনী জনগণকে পুর্নবাসন ঃ আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ ফেইজ-২/ আশ্রয়ণ-২ ঃ			
	ক) প্রকল্পের সংখ্যা	০০টি		
	খ) সমবায় সমিতির সংখ্যা	০৪টি		
	গ) ঘরের সংখ্যা	১১০ টি		
	ঘ) পুর্নবাসিত পরিবারের সংখ্যা	১১০ টি		
	ঋণ বিতরণ ঃ ০০ টাকা	ঋণ আদায় ঃ ০০ টাকা		
১৩	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (বার্ড, কুমিল্লা)			
	সমিতির সংখ্যা	৬০ টি		
	সদস্য সংখ্যা	পুরুষঃ ১২১২ জন,মহিলাঃ ১২৬৯ জন ,মোটঃ ২৪৮১ জন		
	ঋণ সংক্রান্ত (সমিতিরি নিজস্ব তহবিল থেকে) ঋণ বিতরণঃ ৭৯,০০,০০০ টাকা, ঋণ আদায়ঃ ৫৪,০০,০০০ টাকা			
১৪	ফ্যামেলি ওয়েল ফেয়ার প্রকল্প (সরকারি অর্থায়নে)			
	ঋণ বিতরণ ঃ নাই	ঋণ আদায় ঃ নাই		
১৫	কালব্ ভুক্ত সমিতিঃ			
	সমিতির সংখ্যা	০১টি		
	সদস্য সংখ্যা	১০৬ জন		
	ঋণ বিতরণ ঃ ১০,৭০,০০০ টাকা, ঋণ আদায়ঃ ৭,৬৮,০০০টাকা			
১৬	সমবায় ব্যাংক এর আওতাধীনঃ			
	ক) প্রাথমিক ইউনিয়ন বহুমুখী সমিতি	০৬টি		
	খ) প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি	৩৬ টি		
১৭	সিআইজি (কৃষি/মৎস্য/প্রাণসিম্পদ) সমিতির সংখ্যা	নাই		
১৮	সিবিজি (মৎস্য দপ্তরের আওতাধীন) সমিতির সংখ্যা	নাই		
১৯	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি	নাই		
২০	পানি ব্যবস্থপনা সমবায় সমিতি	০৩টি		
২১	সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা	০৩টি		
	সফল সমিতির নামঃ			
	বেগমগঞ্জ থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ			
	নোয়াখালী জাতীয় হকার্স সমবায় সমিতি লিঃ			
	বিজয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ			
২২	সমবায় সমিতির মালিকাধীন মার্কেট/বাজার সমূহঃ			
	হকার্স মার্কেট			
	চৌরাস্তা বাজার			
	সমবায় মার্কেট			
	সমবায় মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান	প্রায় ১৮০০ জন		
২৩	সমবায় সমিতিতে কর্মসংস্থান	২৪৫ জন		
২৪	অবসায়নে ন্যস্ত সমিতির সংখ্যা	০৫টি প্রাথমিক		

ক্র. নং	কার্যক্রম	২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
২৬	আলোচ্য বর্ষে অডিট অগ্রগতি	বিভাগীয়	বিআরডিবি	হার
	ক) কেন্দ্রীয়	০১	০১	১০০%
	খ) প্রাথমিক	১৪২	০০	১০০%
	সর্বমোট	১৪৩	০১	১০০%
২৭	লভ্যাংশ বিতরণকারী সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ	০০ টি		
২৮	আলোচ্য বর্ষে সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমাঃ			
	অডিট ফি ও ভ্যাট	৭৯,৫৮০ টাকা		
	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	২৬,৮৯১ টাকা		
	নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট	৬,১৬৩ টাকা		
	সর্বমোট আদায়	১,১২,৬৩৪ টাকা		
২৯	আলোচ্য বর্ষে প্রশিক্ষণ ঃ			
	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ	কোর্স সংখ্যাঃ ০৪ টি, লোক সংখ্যাঃ ১০০ জন		
	আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ	১০০ জন		
	কর্মচারী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (দক্ষতা বৃদ্ধি)	২ জন		
৩০	জাতীয় সমবায় পুরস্কার মনোনয়ন সংক্রান্তঃ			
	সমিতি	০১ টি		
	ব্যাক্তি	০১ জন		

এছাড়া অফিসের নাগরিক সেবা সহজ ও দ্রুত প্রদানের জন্য সকল কার্যক্রম ১০০% ডি-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে।

ভূমিকা

দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সুষম সামাজিক উন্নয়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সংহতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনে সমবায়ের বিকল্প নাই। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে যে বিপুল অংকের পুঁজি তৈরি হয় তা হতে পারে মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চাবিকাঠি। সরকারি ঋণদান সংস্থা, ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণদানে পিছপা হয়। এই হতাশাজনক ও অমর্যাদাকর অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে এবং আত্ন-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসতে একমাত্র সহায়ক ও পরীক্ষিত পদ্ধতি হলো সমবায়। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ের পথ ধরেই এগোতে হবে। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা সমবায় কার্যালয় বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষতঃ নারী উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে ।

সমবায়ের দর্শনের প্রেরণাকে লালন করে সমবায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমবায় হতে পারে এ দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার দর্শন। জাতির পিতা তাঁর আজীবনের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মকৌশল বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন “আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোরদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানকে একত্র করতে পারেন আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ” ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ তথা নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। এছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে উপজেলায় গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্ধ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন চালক-মালিক-শ্রমিক সমবায় দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জেলার সমবায় খাতের কর্মকান্ডের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলী লক্ষ্য এবং দায়িত্ব

১.১ রূপকল্প (Vision) :

টেকসই সমবায় টেকসই উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১.৩.১ উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ;

২. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন;

৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)(Functions):

১.সমবায় নীতিতে সমবায় বান্ধব কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান;

২.নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৩.সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৪.প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা;

৫.সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

৬.পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

৭.গ্রামীণ মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;

৮.সমবায় পন্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৯.অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করা।

১.৫ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব:

১.সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়নে প্রস্তাবনা প্রদান করা;

২.নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা;

৩.সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা;

৪. উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারিদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫.সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা;

৬.যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৭.সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান করা;

৮.উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা;

৯.বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি ইত্যাদি সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্লান্ট স্থাপন এবং পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য ঋণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ এবং সমবায় সমিতির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা;

১০.সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কাজ-কর্ম পরিচালনা করা; এবং

১১. দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা ।

এক নজরে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমূহঃ রূপকল্প : টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন

অভিলক্ষ্য : সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

**সেবাসমূহঃ

০১.সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান (পূর্বে ২৯ প্রকারের নিবন্ধন প্রদান করা হতো, বর্তমানে ৬টি প্রকার বাড়িয়ে ৩৫ প্রকারের নিবন্ধন দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য প্রকার : উৎপাদনমুখী সমবায়, পেশাজীবী সমবায়, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সমবায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায়, পর্যটন শিল্প সমবায়)। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন (সিআইজি) সমিতির নিবন্ধনও এ বিভাগ প্রদান করে থাকে।
০২. সমবায় সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন।
০৩.সমবায় সমিতিসমূহ বার্ষিক নীটলাভের ভিত্তিতে ১০% হারে নিরীক্ষা ফি, ১৫% হারে ভ্যাট এবং ৩% হারে সমবায় উন্নয়ন তহবিল খাতে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা প্রদান।
০৪. সমবায় সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়ন ব্যতিরেকেই সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান (স্বল্প মেয়াদী/দীর্ঘ মেয়াদী)।
০৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
০৬. সমবায় সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন সংশোধন।
০৭. সমবায় সমিতির বিরোধ মামলা ও আপীল নিষ্পত্তি।
০৮. সমবায় সমিতির অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ।
০৯. সমবায় সমিতির নির্বাচন কমিটি নিয়োগ।
১০. সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ৪৯ ধারায় সমিতির তদন্ত সম্পাদন।
১১. সমবায় সমিতির তহবিল তছরূপ বিষয়ে ৮৩ ধারায় দায় নির্ধারণ।
১২. সমবায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অনুষ্ঠিত সরকারের উন্নয়ন মেলা / অন্যান্য মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
১৩. জাল যার জলা তার' এই নীতিতে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদানে সহযোগিতা করা।

** প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

০১.সমবায় সমিতির সদস্য তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান। যেমন: সমিতি ব্যবস্থাপনা, সমিতির হিসাব সংরক্ষণ, বেসিক কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং, আউটসোর্সিং, হিসাব ও নিরীক্ষা, পাইপ ফিটিংস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ক্রিষ্টাল শো-পিছ, সেলাই, গাভী পালন, ব্লক বাটিক, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ছাদ কৃষি ও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ এবং ফলমূল চাষ ইত্যাদি।

০২. জেলার প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় গিয়ে সমবায়ীদের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

••প্রকল্প সমূহঃ

০১.মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের অধীনে 'আশ্রয়ণ -২' এর মাধ্যমে ভূমিহীন পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যগণের মাঝে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ বিতরণ ও আশ্রয় প্রদান।

০২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী' প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন, বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ঋণ প্রদান ।

০৩.ফ্যামেলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্পের অধীন আয়বর্ধক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমবায়ীদের ঋণ প্রদান।

**সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমূহ (আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে):

০১. সদস্যদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ পূর্বক সদস্যদের ঋণ প্রদান;
০২.জমি ক্রয়-বিক্রয়;
০৩. মৎস্য চাষ;
০৪.গবাদী পশুপালন;
০৫.ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি;
০৬.সমবায় মার্কেট প্রতিষ্ঠা ও মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান;
০৭. শিক্ষার প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান ও বৃত্তি প্রদান এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
০৮. সমবায় সমিতির বার্ষিক নীট লাভ হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ প্রদান।

এছাড়াও সমবায় বিভাগ সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তদুপরি সরকারের চলমান অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমবায়-একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা

সমবায়ের উৎপত্তি ঃ ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের রচডেল শহরে ২৮ জন তাঁতী ২৮ পাউন্ড পুঁজি দিয়ে "রচডেলের সমতাবাদী অগ্রণীদের সমবায় সমিতি" গঠন করে বিশ্বে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক সমবায়ের গোড়াপত্তন করেন যার সাফল্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থাঃ সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ১৮৯৫ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স বা সংক্ষেপে আই সি এ) যার প্রধান কার্যালয় বর্তমানে জেনেভায়। আই সি এ-এর ঘোষিত মুলনীতি **৭টি, যথাঃ স্বতঃস্ফুর্ত ও অবাধ সদস্যপদ; সদস্যের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ; সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ; স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা; শিক্ষা; প্রশিক্ষণ ও তথ্য; আন্তঃ সমবায় সহযোগিতা এবং সামাজিক অঙ্গীকার।**

সমবায় পতাকা ঃ ১৯২৩ সালে আই সি এ-এর অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে একতার প্রতীক হিসেবে সাত রং তথা রংধনুকে সমবায় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিশ্বে সমবায় ঃ উন্নত বিশ্বে সমবায়ের গুরুত্ব অধিক। আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ, নরওয়ে ও কানাডার ৩৩ শতাংশ, আর্জেন্টিনার ২৯ শতাংশ, কেনিয়ার ২০ শতাংশ সমবায়ের সদস্য। কুয়েত কো-অপারেটিভ দেশের খুচরা বাণিজ্যের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে। সমবায় বিশ্বে ২০কোটি মানুষের কর্মসংস্থানসৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ হতে বাংলাদেশ-দ্বিতীয় শতাব্দীর পাদপীঠে সমবায়ঃ '' ১৯০৪ সালে '' কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি এক্ট'' মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে সমবায় যাত্রা শুরু করে সমবায় আইন ১৯০৪ জারীর মাধ্যমে। অত:পর সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে পূর্বের আইন সংশোধন করে সমবায় সমিতি আইন ১৯১২ ও পরবর্তীতে ১৯৪০ সনে বংগীয় সমবায় সমিতি আইন জারী করে। ১৯৪২ সালে ভারত উপমহাদেশে প্রথম সমবায় নিয়মাবলী জারী হয়। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন সরকার জাতীয় সমবায় ব্যাংক ও ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমবায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এরপর ৬০ এর দশকে কুমিল্লা মডেল হিসেবে খ্যাত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সারাদেশে ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ করে। বাংলাদেশে ১ম বারের মত ১৯৪০ সালের সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে সামরিক সরকার কর্তৃক ১৯৮৪ সালে সমবায় অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৯৮৭ সালে সমবায় নিয়মাবলী প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। ২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় সমিতি আইন জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর কতিপয় ধারা সংশোধন করে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০০২ জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর কতিপয় বিধি সংশোধন করা হয়। দারিদ্রমুক্ত আত্ন-নির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিকে যুগোপযোগী করে জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ কে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারী করা হয়। এর পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে স্বাধীন ও বিপুল সংখ্যক সফল ও স্বার্থক সমবায় সংগঠন। কালক্রমে তা অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃতি লাভ করে।

এক নজরে বেগমগঞ্জ উপজেলা শ্রেণি ভিত্তিক বিভাগীয় প্রাথমিক সমবায় সমিতির তালিকা নিম্নরুপ

৩০-০৬-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত

ক্রঃ নং	সমিতির শ্রেণি	কার্যকর	অকার্যকর	সর্বমোট
১	প্রাথমিক কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতি	০০	০১	০১
২	প্রাথমিক মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি	২০	০২	২২
৩	প্রাথমিক শ্রমিক ও শ্রমিক কল্যাণ সমবায় সমিতি	০১	০০	০১
৪	প্রাথমিক তাঁতী সমবায় সমিতি	০১	০১	০২
৫	প্রাথমিক হকার্স সমবায় সমিতি	০১	০০	০১
৬	প্রাথমিক মটর মালিক সমবায় সমিতি	০০	০১	০১
৭	প্রাথমিক মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	০০	০২	০২
৮	প্রাথমিক যুব সমবায় সমিতি	০১	০০	০১
৯	প্রাথমিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি	০২	০১	০৩
১০	প্রাথমিক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি	০০	০১	০১
১১	প্রাথমিক দোকান মালিক/ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	০৬	০২	০৮
১২	প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	০৪	০২	০৬
১৩	প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন (কালব্)	০১	০০	০১
১৪	প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি	১৪	০৬	২০
১৫	প্রাথমিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	০২	০০	০২
১৬	প্রাথমিক বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি	০১	০০	০১
১৭	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	০১	০২	০৩
১৮	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ণ সমবায় সমিতি (সিভিডিপি)	৬০	০০	৬০
১৯	আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি	০৪	০০	০৪
২০	প্রাথমিক ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি (সমবায় ব্যাংক ভুক্ত)	০০	০৬	০৬
২১	প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (সমবায় ব্যাংক ভুক্ত)	১৬	২০	৩৬
	সর্বমোট	১৩৫	৪৭	১৮২

বেগমগঞ্জ উপজেলা সমবায় বিভাগের জনবল কাঠামো

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূণ্যপদ	মন্তব্য
১	উপজেলা সমবায় অফিসার	০১	০১	০০	--
২	সহকারী পরিদর্শক	০২	০২	০০	--
৩	অফিস সহকারী কাম কাম্পিউটার অপারেটর	০১	০০	০১	--
৪	অফিস সহায়ক	০১	০১	০০	--
	সর্বমোট	৫	৪	১	--

জেলা সমবায় অফিসার,নোয়াখালী ও উপজেলা সমবায় অফিসার,বেগমগঞ্জ,নোয়াখালী এর মধ্যে ২০২৩-২০২৪ খ্রি. সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৩ এর অংশ বিশেষ

৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৩ এর অংশ বিশেষ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পের মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণের অংশ বিশেষ

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের অংশবিশেষ

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তদারকির অংশ বিশেষ

সমবায় - সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র- 'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়॥
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়॥
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি - রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়॥